ব্লু-গোল্ড প্রোগ্রাম

কৃষি এবং নেতৃত্বে নারীর ভূমিকা

অর্থায়নেঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও রাজকীয় নেদারল্যান্ড সরকার

বাস্তবায়নেঃ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

যোগাযোগঃ

ব্লু-গোল্ড প্রোগ্রাম, করিম মঞ্জিল, বাড়ি ১৯, সড়ক ১১৮, গুলশান, ঢাকা ১২১২। ফোন ৯৮৯৪৫৫৩

১৪৮ মতিঝিল কমার্শিয়াল এলাকা, বিসিআইসি ভবন (৪র্থ তলা) ঢাকা।

info@bluegoldbd.org ■ bluegoldbd.org ■ www.facebook.com/bluegoldprogram

Preface

The Blue Gold Program (BGP) is a poverty reduction and economic development program in the south-west region of Bangladesh with a central focus on water management and agriculture. The program is funded by the governments of Bangladesh and the Netherlands and implemented by the Bangladesh Water Development Board (BWDB) and the Department of Agricultural Extension (DAE). Blue Gold operates across 119,000 ha in 22 polders in the districts of Patuakhali, Barguna, Khulna and Satkhira where an estimated 200,000 households will benefit directly from its interventions. The program improves water management by strengthening embankments, reactivating drainage canals (khals) and by improving participatory water management, also at community level. Blue Gold supports the formation and strengthening of Water Management Groups (WMGs) and Associations (WMAs) to play a key role in water management. In addition Blue Gold interventions enhance the productivity of crops, fisheries, poultry and livestock, further increasing the incomes by improved marketing.

The Blue Gold Program aims that both men and women become general members of Water Management Groups (WMGs), with women comprising 43% (on average) of the general membership. Women are also represented in the Executive Committees of WMGs, with at least 4 of the 12 members being female (over 33%). Women hold about 5% of the most important positions in these Executive Committees (ECs) - the positions of president, vice-president and treasurer. Blue Gold staff hold regular courtyard sessions to sensitise the community members to the importance of women in WMGs. Training in gender and leadership development (GLD) has created awareness of gender equality and women's leadership, promoting a more meaningful participation of the women EC members in WMG decision-making. GLD training will be conducted in the new polders following a new approach. A significant percentage of earthworks for embankments and khals is carried out by Labour Contracting Societies (LCSs). Of these LCSs, 37% of the workers are female (equivalent to 8,545 individual poor women) and have benefited through opportunities for income generation. Farmer Field Schools (FFSs) organized by Blue Gold have included 55,125 participants (to March 2018) of whom 32,991 are female (59.8%) and 22,134 are male. Women were particularly keen to join FFSs for poultry farming and homestead gardening, and - as a result of FFS training - have increased their income. For example, in Chinguria village in polder 55/2A many women now earn Tk 5,000 to Tk 10,000 per month, a considerable improvement to their livelihoods.

Improved water management infrastructure in the polders - the re-excavated khals and repaired sluices, in particular - allows farmers to better manage the water at community level, by reducing water logging and controlling the flow of water through the sluice. With Blue Gold support, further community water management measures are being implemented, such as crop synchronization and small-scale on-farm infrastructure. The aim is to intensify crop production by allowing 2 or 3 crops per year instead of one crop before water management was improved. As a result of the increased agricultural production, women have been provided with more employment opportunities, and have benefited with higher incomes. Blue Gold also links farmers (male and female) with market actors. For example, in 2017, nearly 50 female participants were empowered through capacity building in market linkages and thereafter took greater control over the purchase of inputs and the selling of produce. Their increased confidence and market knowledge, allowing them to better negotiate with the traders, resulting in lower inputs costs and higher prices. The participants in this pilot have inspired many of their neighbours and fellow female WMG members to take on similar responsibilities.

As a result, many women in the Blue Gold polders are now economically empowered. They report that their husbands and community now respect them more, and that their participation in household decision-making has increased. Women's mobility has also increased due to Blue Gold activities, in particular through the participation of women in FFS groups and at WMG meetings, as well as their role in production and marketing.

This flipchart is aimed to provide DAE Sub-Assistant Agricultural Officers (SAAOs), Blue Gold staff and Farmer Trainers (FTs) with practical session guides on gender leadership development training for use in Farmer Field Schools, courtyard sessions and general discussions.

June 2018

মুখবন্ধ

ব্লু-গোল্ড বংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে দারিদ্র বিমোচন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন কার্যক্রম যার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে পানি ব্যবস্থাপনা ও কৃষি সম্প্রসারণ। বাংলাদেশ ও নেদারল্যান্ড সরকার এ কার্যক্রমে অর্থায়ন করছে। বাস্তবায়নকারী সংস্থা বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর। ব্লু-গোল্ড এর লক্ষ্য হল পটুয়াখালী, খুলনা, সাতক্ষীরা ও বরগুনা জেলার ২২টি উপকূলীয় পোল্ডারের ১১৯,০০০ হেক্টর এলাকায় ব্লু-গোল্ড কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা যার মাধ্যমে উক্ত এলাকায় ২০০,০০০ পরিবার সরাসরি লাভবান হবে। এই প্রকল্প পানি ব্যবস্থাপনার উন্নতি সাধন করে বাঁধগুলোকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে, খাল বা পানির নালাগুলোকে কার্যোপযোগী করার মাধ্যমে এবং স্থানীয়দের সাথে পারস্পারিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে। ইএচ, ডগএ এবং ডগঅ গঠন ও শক্তিশালী-করণে সহায়তা করা যাতে তারা পানি ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এছাড়া ব্লু-গোল্ড শস্য, মাছ, মুরগী প্রাণিসম্পদ উৎপাদন বৃদ্ধিতে এবং উন্নত মানের বাজার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আয় বৃদ্বিতে সহায়তা করা।

ব্লু-গোল্ড নারী পুরুষ উভয়কেই পানি ব্যবস্থাপনার দলের সাধারণ সদস্য হতে উদ্বুদ্ধ করে, যার ফলে সাধারণ সদস্যদের মধ্যে নারী সদস্যদের অবস্থান গড়ে ৪৩% উন্নিত হয়েছে। নির্বাহী কমিটিতে ১২ জন সদস্যের মধ্যে কমপক্ষে ৪ জন নারী অর্থ্যাৎ ৩৩% এর বেশী। ব্যবস্থাপনা কমিটিতে ৫% নারী সদস্য গুরুত্বপূর্ণ পদে বহাল আছেন যেমন- সভাপতি, সহ-সভাপতি ও ক্যাশিয়ার। ব্লু-গোল্ড কর্মীরা নিয়মিত উঠান বৈঠকের মাধ্যমে নারীদের পানি ব্যবস্থাপনা দলে অর্ন্তভুক্তির গুরুত্ব সম্পকে উজ্জীবিত করে, এছাড়া ১২২টি পানি ব্যবস্থাপনা দলে জেন্ডার ও নেতৃত্ব বিকাশের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে যাতে করে নারীদের মধ্যে জেন্ডার সমতা ও নেতৃত্ব বিকাশের সচেতনতা বৃদ্ধি পায় এবং এর ফলে পানি ব্যবস্থাপনা দলের নারী নির্বাহী সদস্যরা সিদ্ধান্ত গ্রহণে আরো কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে। নতুন পোল্ডারে জেন্ডার ও নেতৃত্ব বিকাশের উপর প্রশিক্ষণ নতুন ভাবে অনুষ্ঠিত হবে। বাঁধ ও খালের মাটি কাটার কাজের উল্লেখযোগ্য অংশ চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দলের (খঈঝ) মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। খঈঝ গ্রুপের মধ্যে ৩৭ ভাগ হল নারী যা সংখ্যায় ৮,৫৪৫ জন গরীব নারী যারা তাদের আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে লাভবান হয়। ব্লু-গোল্ড আয়োজিত কৃষক মাঠ স্কুলের মাধ্যমে ৫৫,১২৫ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে (মার্চ ২০১৮) যার মধ্যে ৩২,৯৯১ জন নারী (৫৯.৮%) এবং ২২,১৩৪ জন পুরুষ। কৃষক মাঠ স্কুলে নারী সদস্যরা অংশগ্রহণ করে বিশেষ ভাবে মুরগী পালন এবং বসতবাড়িতে শাকসবজি চাষ করে, অনেক নারী তাদের উপার্জন বাড়াতে সক্ষম হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় পটুয়াখালীর পোল্ডার ৫৫/২এ চিঙ্গুড়িয়া গ্রাম সেখানে প্রতিটি নারী মাসে ৫,০০০-১০,০০০ টাকা উপার্জন করছে এবং তাদের জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধি করছে।

স্লুইস গেইট মেরামত, পানি ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো উন্নয়ন এবং বিশেষভাবে খালগুলো পুন:খননের ফলে এলাকার নারী ও পুরুষ কৃষকেরা তাদের পানি ব্যবস্থাপনার ইনলেট এবং আউটলেট নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে জলাবদ্ধতা কমাতে পারছে এবং পানির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করছে। পোল্ডারে পানি ব্যবস্থাপনা অবকাঠামোর উন্নয়ন হয়েছে যার মধ্যে খাল পুনঃখনন ও স্লুইস মেরামত উল্লেখযোগ্য। স্থানীয় পর্যায়ে কৃষকগণ জলাবদ্ধতা নিরসনে স্লুইসগেট ব্যবহারের মাধ্যমে পানির প্রবাহ ও পানি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ঘটাতে পেরেছে। ব্লু-গোল্ড এর সহায়তায় সমাজ ভিত্তিক পানি ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ বাস্তবায়িত হয়েছে যার মধ্যে রয়েছে সমজাতীয় শস্য চাষ এবং ক্ষুদ্র অবকাঠামো। কৃষকেরা বর্তমানে ১টি ফসলের জায়গায় ২/৩ ফসল উৎপাদন করতে পারে যা সম্ভব হয়েছে উন্নত পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে। এর ফলে কৃষিতে নারীদের কাজের সুযোগ এবং আয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

ব্লু-গোল্ড কৃষকদের মার্কেট অপঃড়ৎ দের সাথে সংযোগ স্থাপন করছে উদাহরণস্বরূপ, ২০১৭ সালে ব্লু-গোল্ড নারী ক্ষমতায়ন এবং মার্কেট সংযোগ স্থাপনের উপর বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান করে যার মধ্যে ৫০ জন নারী ফলে, পরবর্তীতে তারা উৎপাদন ও উপকরণ ক্রয়-বিক্রয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ আনতে পেরেছে। তাদের আত্মবিশ্বাস ও বাজার সম্পর্কিত জ্ঞান বেড়েছে। তারা এখন পাইকারদের সাথে দরকষাকষি করে ন্যায্য দাম পাচ্ছে ফলে পোল্ডারে বহু নারী অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী। তাদের এ সকল কার্যক্রমে সহযোগী প্রতিবেশী ডগঙং সদস্যদের অনুপ্রাণিত করছে।

ফলস্বরুপ, ব্লু-গোল্ড পোল্ডারে অনেক নারী এখন অর্থনৈতিকভাবে ক্ষমতায়িত হয়েছে। তারা বলছে, স্বামী এবং সমাজের মধ্যে তাদের সম্মান বেড়েছে এবং পরিবারের সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের মতামতের গুরুত্ব বেড়েছে। ব্লু-গোল্ড এর কার্যক্রমে নারীদের এখন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যাতায়াত বৃদ্ধি পেয়েছে বিশেষভাবে কৃষক মাঠ স্কুল এবং পানি ব্যবস্থাপনা সভায়, অনুরূপভাবে উৎপাদন ও বাজার ব্যবস্থাপনায় তাদের ভূমিকা রয়েছে ।

এই ফ্লিপচার্টটি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা, ব্লু-গোল্ড কর্মী এবং কৃষক প্রশিক্ষকদের দেয়া হবে যাতে তারা বাস্তব ভিত্তিক জেন্ডার পাঠ নির্দেশিকা এবং নেতৃত্ব বিকাশ, কৃষক মাঠ স্কুল এবং উঠান বৈঠকে ব্যবহার করতে পারে।

জুন ২০১৮

কৃষিকাজে নারীর অবদান

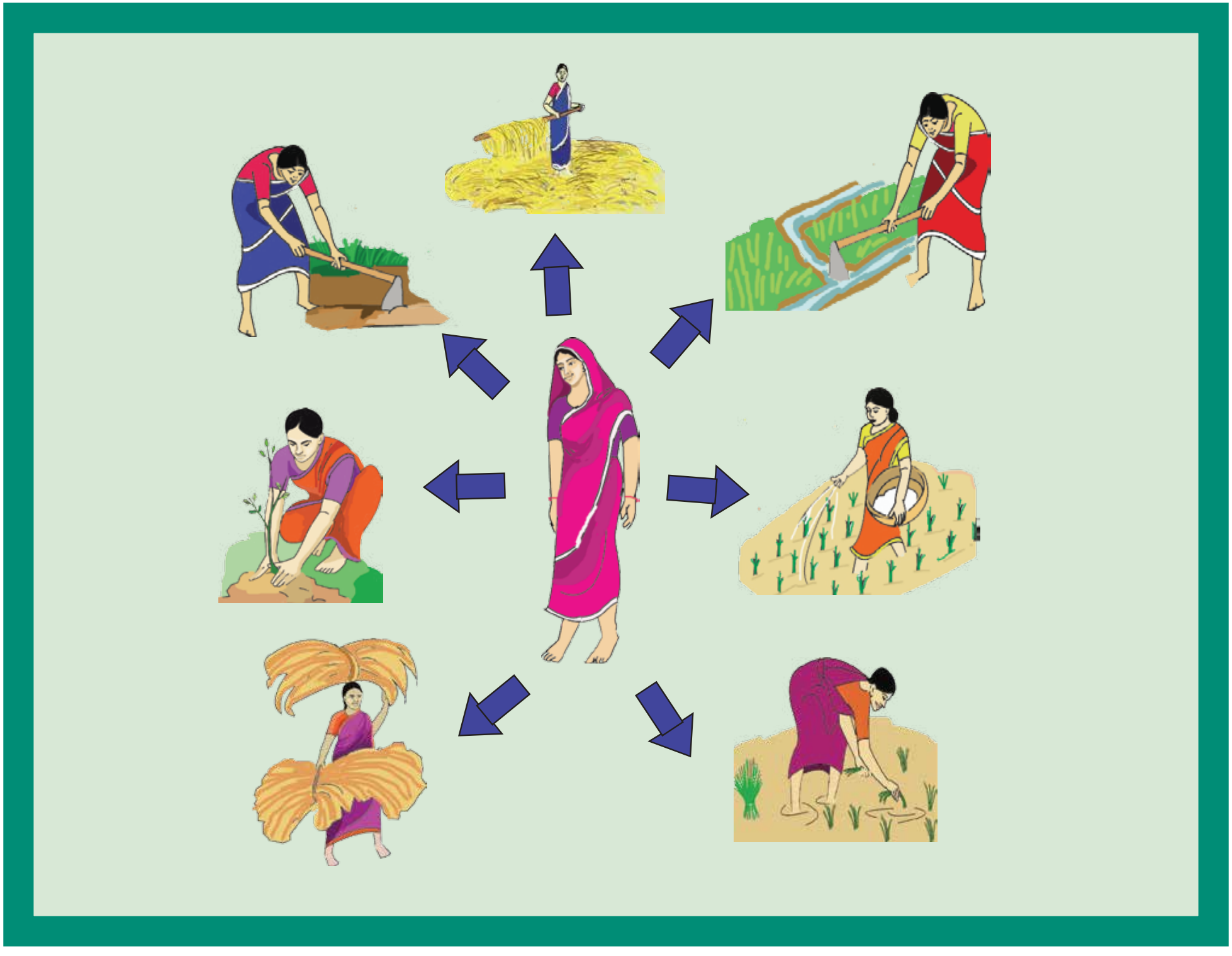

সহায়কের প্রতি নির্দেশনা:

চার্টের ছবি দেখিয়ে অংশগ্রহণকারীদের নিকট থেকে জেনে নিন ছবিটি তাদের কাছে পরিচিত কি না?

(সূচনা প্রশ্নের নমুনা নিম্নে দেয়া হলো, তবে এর সাথে মিল রেখে আপনি সম্পূরক প্রশ্ন করে ক্রমান্বয়ে আলোচনার গভীরে যাবেন)

- ছবিতে কী দেখতে পাচ্ছেন?
- কৃষিকাজে নারীর অবদান কোথায়? কৃষির কোন কোন কাজে নারীর অবদান রয়েছে?

কৃষিকাজে নারীর অবদান:

কৃষিকাজে নারীর অংশগ্রহণ এবং তাদের অবদানকে ছোট করে দেখা বা অস্বীকার করার বর্তমান প্রেক্ষাপটে কোনো সুযোগ নেই। এছাড়া গ্রামীণ পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ ব্যতীত কৃষিকাজ এখন প্রায় অসম্ভব। কৃষিকাজ নারীরা কিংবা পুরুষরা করবে এটি আলাদা করে দেখার প্রয়োজন নেই। কিন্তু প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী কৃষিকাজ পুরুষেরা করবে আর সংসারের সকল কাজ করবে নারীরা। বর্তমানে নারীদের সংসারের কাজের সাথে যোগ হয়েছে কৃষিকাজ, এ যেন আটির উপর শাকের বোঝার মতো। এসব কাজে সর্বোচ্চ অবদান রেখেও নারীরা তাদের প্রাপ্য সম্মান পাচ্ছে না। এতে নারীরা যেমন অবমূল্যায়িত হচ্ছে পাশাপাশি মানসিকভাবে নিরুৎসাহিত হচ্ছে যা হওয়া উচিত নয়। কৃষি উৎপাদনে নারীদের এই অবদান পারিবারিক, সামাজিক ও দেশের উন্নয়নে যথেষ্ঠ অবদান রাখলেও বর্তমান সমাজ তাদেরকে স্বীকৃতি প্রদান করে না। নারীদের এই অবদানকে বর্তমান সমাজ ও পরিবার স্বীকৃতি দিলে বা মূল্যায়িত করলে নারীদের প্রতি যেমন সুবিচার করা হবে পাশাপাশি তারা এ কাজে আরও উৎসাহিত হবে।

নারী:

১. বীজ সংগ্রহ	২. বীজ সংরক্ষণ	৩. বীজতলা তৈরি
৪. আগাছা পরিস্কার	৫. চারা রোপণ	৬. ধানকাটা
৭. ধান মাড়াই করা	৮.ধান পরিষ্কার করা	৯. পোকা নিধন
১০. বাড়ির আঙ্গিনায় সবজি লাগানো		১১. সবজি বাগানের পানি দেওয়া
১২. বাগানে মাচা দেওয়া		১৩.বাগান থেকে সবজি তোলা
১৪. জমিতে ছোট ছোট নালা তৈরি করা		
১৫. বাজারে বিক্রি করার জন্য ফসল গোছানো		

পুরুষ:

১. জমি তৈরি	২. চারা লাগানো	৩. ক্ষেতে পানি দেওয়া
৪. জমিতে সার দেওয়া	৫. কীটনাশক দেয়া	৬. ফসল উঠানো
৭. ফসল বিক্রি করা	৮. জমিতে ড্রেন করা	

কৃষিকাজে শ্রমের বৈষম্য (নারী-পুরুষ)

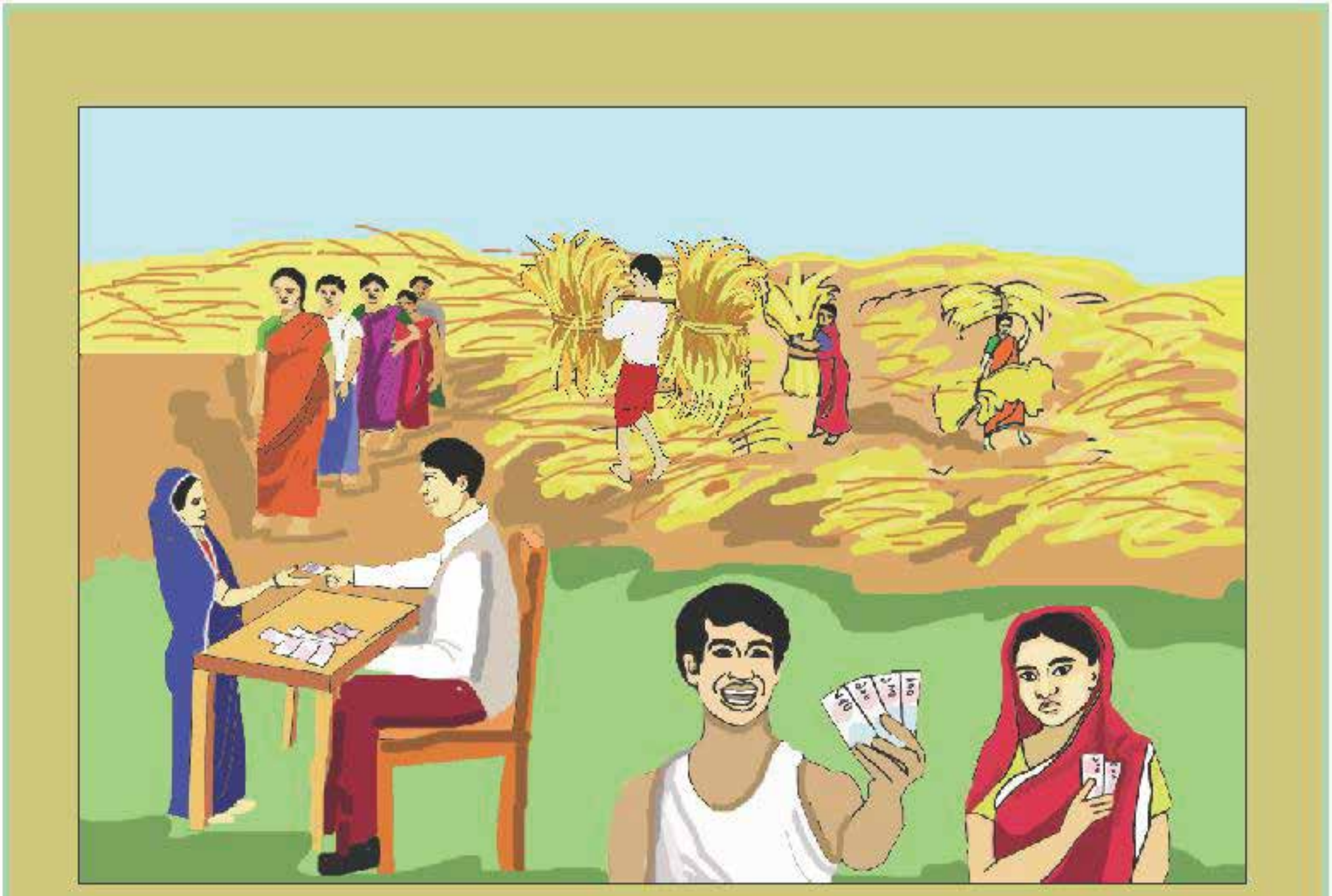

সহায়কের প্রতি নির্দেশনা:

চার্টের ছবি দেখিয়ে অংশগ্রহণকারীদের নিকট থেকে জেনে নিন ছবিটি তাদের কাছে পরিচিত কি না?

(সূচনা প্রশ্নের নমুনা নিম্নে দেয়া হলো, তবে এর সাথে মিল রেখে আপনি সম্পূরক প্রশ্ন করে ক্রমান্বয়ে আলোচনার গভীরে যাবেন)

- ছবিতে কী দেখতে পাচ্ছেন?
- কৃষিকাজে নারী পুরুষ কী সমান মজুরি পায়? কেন পায় না?

কৃষিকাজে (নারী-পুরুষ) শ্রমের বৈষম্য:

কৃষিকাজে নারীদের বিরাট ভূমিকা থাকা সত্ত্বেও অনেকেই তা স্বীকার করতে চায় না। বিষয়টি সম্পর্কে সবাই জানলেও সচেনতার অভাবে অনেকেই নারীদের সেই শ্রমের মূল্য দেয় না এবং পরিবারে নারীদের মর্যাদা সেইভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় না। বর্তমানে কৃষিকাজে নারী ও পুরুষ সমানভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে কিন্তু সেই কাজের স্বীকৃতি সমাজ থেকে পায় না।

সমাজ সৃষ্ট এসব কাজ নারী পুরুষের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করে এবং বৈষম্যের প্রথম শিকার হন নারীরা। বাড়িতে এবং মাঠে নারীরা কৃষিক্ষেত্রে অনেক কাজ করে থাকে। কিন্তু নারী এবং পুরুষের কাজের মধ্যে শ্রমের পার্থক্য রয়েছে। একই সময়ে একই কাজ করে পুরুষেরা নারীদের তুলনায় বেশি মজুরি পেয়ে থাকে। যারা সমাজের অর্ধেক অংশের উন্নয়ন কর্মকান্ডের অংশগ্রহণ করে ও তাঁদের প্রাপ্য মর্যাদা/স্বীকৃতি পায় না। তাই এসব বৈষম্য দূর করার জন্য সর্বপ্রথম এ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা প্রয়োজন এবং নারীর বিভিন্ন কর্মকান্ডের স্বীকৃতি দেয়া একান্ত প্রয়োজন।

কৃষিকাজে নারীর শ্রমের বৈষম্যর কারণ কী কী?

- সমাজ সৃষ্ট নিয়ম
- গতনুগতিক চিন্তাভাবনা
- সচেনতার অভাব
- নারীকে দুর্বল মনে করা
- নারী পুরুষের কাজের ভিন্নতা
- নারীদের কাজের সুযোগ কম।

বাজারজাতকরণ (নারী-পুরুষ)

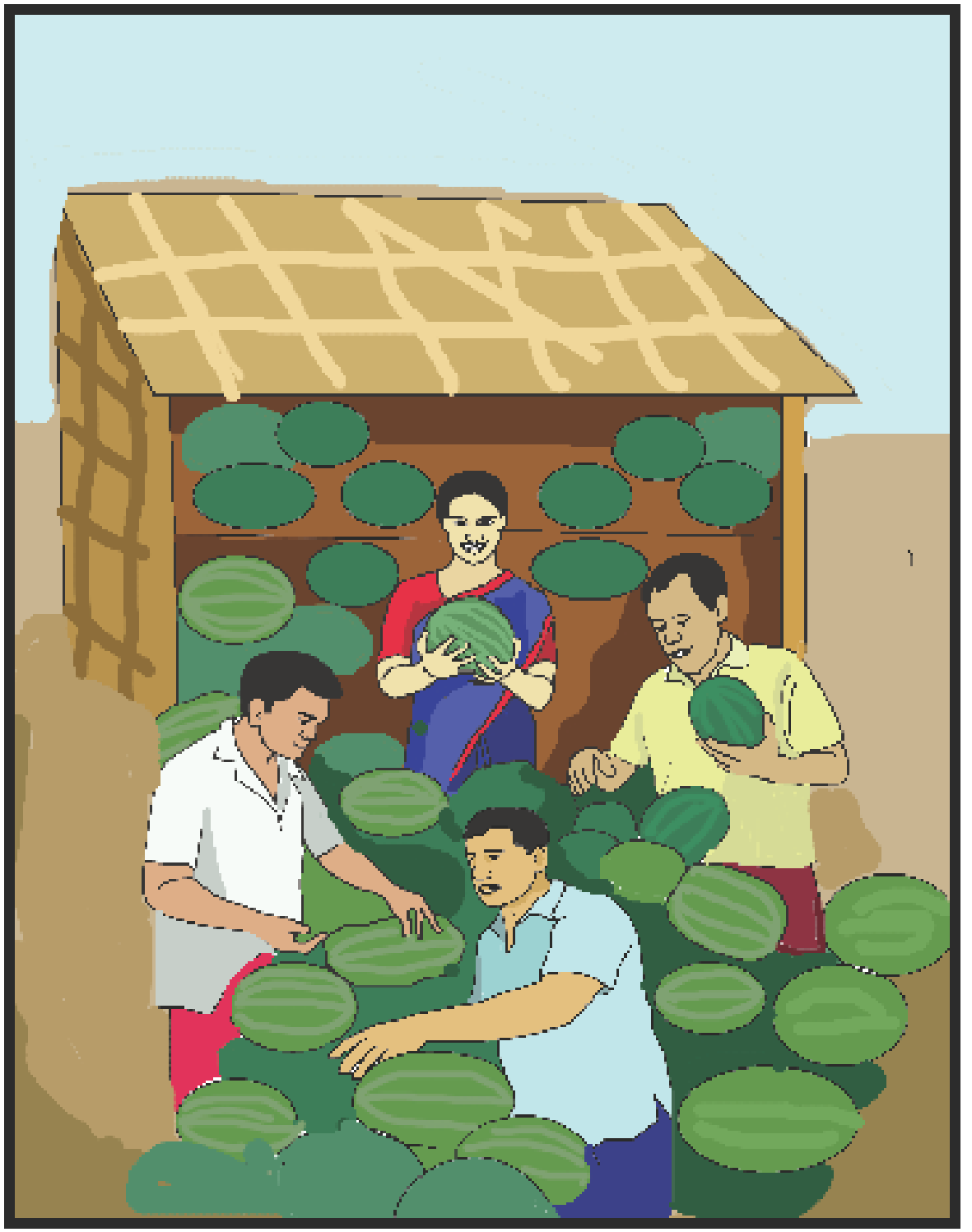

সহায়কের প্রতি নির্দেশনা:

চার্টের ছবি দেখিয়ে অংশগ্রহণকারীদের নিকট থেকে জেনে নিন ছবিটি তাদের কাছে পরিচিত কি না?

(সূচনা প্রশ্নের নমুনা নিম্নে দেয়া হলো, তবে এর সাথে মিল রেখে আপনি সম্পূরক প্রশ্ন করে ক্রমান্বয়ে আলোচনার গভীরে যাবেন)

- ছবিতে কী দেখতে পাচ্ছেন?
- উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে নারীর অবদান কী কী?
- কৃষিকাজে নারীকে স্বীকৃতি দেয়ার সুফল কী কী?

উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে নারীর অবদান:

কৃষি উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণে নারীরা যথেষ্ঠ অবদান রাখলে ও বর্তমান সমাজ তাদেরকে স্বীকৃতি প্রদান করে না। নারীদের এই অবদানকে বর্তমান সমাজ ও পরিবার স্বীকৃতি দিলে বা মূল্যায়িত করলে নারীদের প্রতি যেমন সুবিচার করা হবে পাশাপাশি তারা এ কাজে আর ও উৎসাহিত হবে। এক্ষেত্রে পরিবার ও সমাজের করণীয়:

- নারীকে দুর্বল মনে না করা
- নারী কিংবা পুরুষকে আলাদা করে না দেখা
- কৃষিকাজের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করা
- ফসল উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণে নারী সদস্যদের মতামত প্রদানের জন্য স্বাভাবিক পরিবেশ তৈরি, মতামত প্রদানে উৎসাহ প্রদান ও মতামত গ্রহণ করা
- বাজারজাতকরণে নারীকে অন্তর্ভুক্ত করা এবং নারীবান্ধব পরিবেশ তৈরি করা
- পারিবারিক আলোচনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যে কোন আনন্দঘন পরিবেশে পরিবারের নারী সদস্যদের মর্যাদা দেয়া বা মর্যাদার আসনে বসানো বা প্রকাশ করা। তাদের অনুভূতি, মতামত প্রকাশ বা সৃজনশীলতা প্রকাশের সুযোগ সৃষ্টি করা।

নারীর অবদানকে মূল্যায়ন ও স্বীকৃতি প্রদানের সুফল কী কী?

- কৃষিকাজের কাজে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ে
- নারীর কাজে উৎসাহ বাড়ে
- সংসারে বাড়তি আয় হয়
- সময়, শ্রম এবং টাকা বাঁচে
- সংসারের চাহিদা পুরনে সহায়ক হয়
- পরিবারের যে কোন বিপদে পাশে দাঁড়াতে পারে
- নারী নিজেকে মানুষ ভাবতে শিখে এবং দায়িত্ব পালনে আরও আগ্রহী হয়
- পরিবারে মানসিক শান্তি বিরাজ করে।

সম্পদের অধিকার (নারী-পুরুষ)

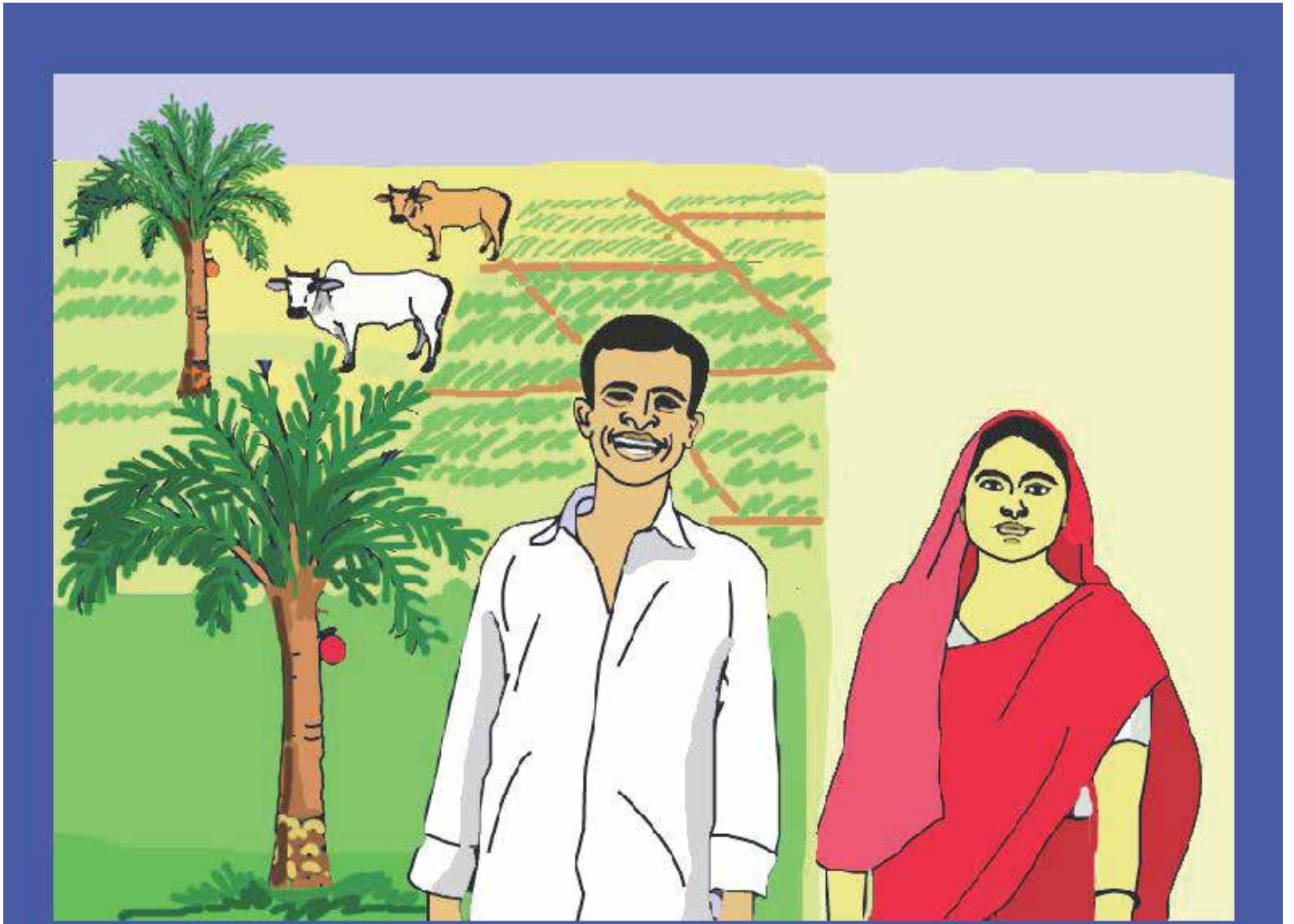

সহায়কের প্রতি নির্দেশনা:

চার্টের ছবি দেখিয়ে অংশগ্রহণকারীদের নিকট থেকে জেনে নিন ছবিটি তাদের কাছে পরিচিত কি না?

(সূচনা প্রশ্নের নমুনা নিম্নে দেয়া হলো, তবে এর সাথে মিল রেখে আপনি সম্পূরক প্রশ্ন করে ক্রমান্বয়ে আলোচনার গভীরে যাবেন)

- ছবিতে কী দেখতে পাচ্ছেন?
- নারী-পুরুষের কী সমান সম্পদের অধিকার রয়েছে?

নারীর সম্পদের অধিকার:

সমাজ সৃষ্ট প্রচলিত যে সব নিয়ম-নীতি নারী পুরুষের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করে তার মধ্যে সম্পদের বৈষম্যে অন্যতম এবং এই বৈষম্যের প্রথম শিকার হন নারীরা। নারী সমাজের অর্ধেক অংশের উন্নয়ন কর্মকান্ডের অংশগ্রহন করে কিন্তু নারী তাঁদের প্রাপ্য অধিকার এবং মর্যাদা পায় না। তাই এসব বৈষম্য দূর করার জন্য সর্বপ্রথম এ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা প্রয়োজন এবং নারীকে সম্পদের মালিক হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া একান্ত প্রয়োজন।

নারীর সম্পদের অধিকার নিশ্চিত করতে করণীয় দিক কী কী:

- সম্পদের ক্রয় এবং বিক্রয়ে নারী সদস্যদের অর্ন্তভুক্ত করা
- নারীর নিজের নামে সম্পদ ক্রয় করা
- গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী সদস্যদের অর্ন্তভুক্ত করা
- গতনুগতিক চিন্তাভাবনার পরিবর্তন করা
- আয়মূলক কাজে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ানো।

পারিবারিক সহিংসতা

সহায়কের প্রতি নির্দেশনা:

চার্টের ছবি দেখিয়ে অংশগ্রহণকারীদের নিকট থেকে জেনে নিন ছবিটি তাদের কাছে পরিচিত কি না?

(সূচনা প্রশ্নের নমুনা নিম্নে দেয়া হলো, তবে এর সাথে মিল রেখে আপনি সম্পূরক প্রশ্ন করে ক্রমান্বয়ে আলোচনার গভীরে যাবেন)

- ছবিতে কী দেখতে পাচ্ছেন?
- বর্তমান সমাজে নারীর প্রতি সহিংসতা, নির্যাতন ও বৈষম্য বাড়ছে ?
- নারীরা কোন কোন ধরণের পারিবারিক এবং সামাজিক বৈষম্যের শিকার ?

পারিবারিক সহিংসতা:

সারা বিশ্ব জুড়ে নারীরা পারিবারিক সহিংসতার এবং নির্যাতনের শিকার। দিন দিন নারীর প্রতি এই সহিংসতা এবং নির্যাতন বেড়েই চলছে। নারীর প্রতি সহিংসতা, নির্যাতন ও বৈষম্য বিদ্যমান পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোরই একটি প্রতিফলন। পরিবার থেকে শুরু করে রাষ্ট্রের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীরা তার অধিকার ও ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং শিকার হচ্ছে নানা রকমের বৈষম্যের। গবেষণায় দেখা যায় ৮০% নারী তাদের কাছের মানুষ- পরিবারের সদস্যদের দ্বারা সহিংসতার শিকার হয়।

যেমন মতামত প্রদান থেকে নারীরা বঞ্চিত, বাল্যবিবাহ, তালাক এবং যৌতুক প্রথা আমাদের সমাজে ভয়াবহ আকারে বিরাজ করছে। বিচার ব্যবস্থায় প্রবেশাধিকার লাভের অধিকার আমাদের দেশের সকল নাগরিকের একটি মৌলিক অধিকার যা সংবিধান দ্বারা নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। এছাড়াও নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় সিডিও একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সনদ। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর কমপক্ষে ১৮৫টি দেশ সিডিও সনদে স্বাক্ষর করেছে। বাংলাদেশে নারীর অধিকার ও ন্যায় বিচার পাওয়ার জন্য রয়েছে বিভিন্ন ধরণের আইন। কিন্তু দুর্নীতি, বিচার ব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রিতা, প্রশাসনিক জটিলতা, আইনের অনেক ফাঁক-ফোকর ইত্যাদি কারণে নারী তাঁদের সুষ্ঠু বিচার পায়না ।

বাল্যবিবাহ ও যৌতুক

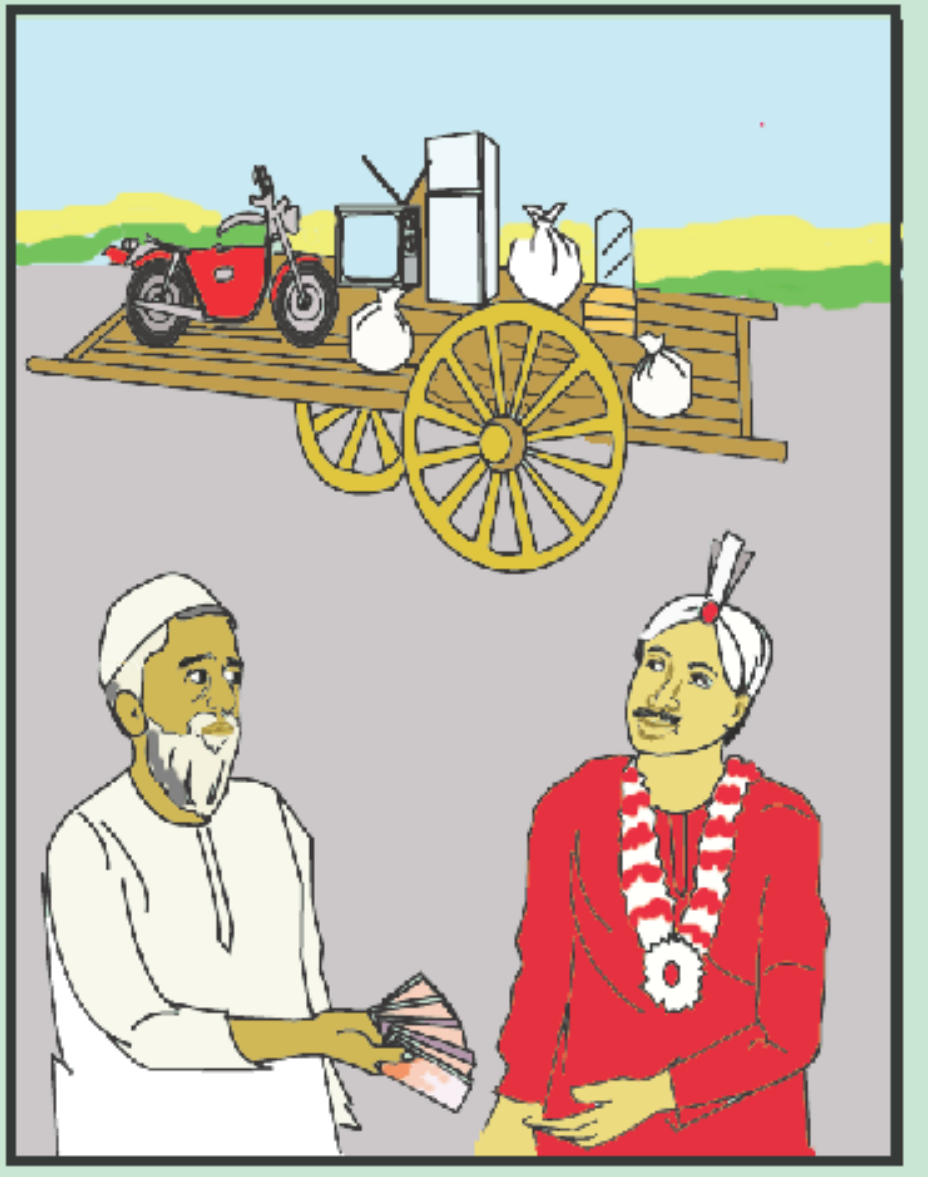

সহায়কের প্রতি নির্দেশনা:

চার্টের ছবি দেখিয়ে অংশগ্রহণকারীদের নিকট থেকে জেনে নিন ছবিটি তাদের কাছে পরিচিত কি না?

(সূচনা প্রশ্নের নমুনা নিম্নে দেয়া হলো, তবে এর সাথে মিল রেখে আপনি সম্পূরক প্রশ্ন করে ক্রমান্বয়ে আলোচনার গভীরে যাবেন)

- ছবিতে কী দেখতে পাচ্ছেন?
- বাল্যবিবাহ এবং যৌতুক কী ?
- বাল্যবিবাহ এবং যৌতুকের ফলে আমাদের কী কী ক্ষতি হয়?
- বাল্যবিবাহ এবং যৌতুকের শাস্তি কী ?

বাল্যবিবাহ কী?

বাংলাদেশে বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ১৯২৯ (১৯৮৪ তে সংশোধিত) অনুযায়ী মেয়েদের বিয়ের সর্বনিম্ন বয়স ১৮ এবং ছেলেদের ২১ বছর। উল্লেখিত বয়সের পূর্বে ছেলে বা মেয়ের বিয়ে হলে তা বাল্যবিবাহ হিসেবে গণ্য হবে।

বাল্যবিবাহের কুফল:

- কিশোরী মেয়েদের গর্ভ বা প্রসাবকালীন ঝুঁকির কারণে মাতৃমৃত্যু, শিশুমৃত্যু বাড়ে
- অল্প বয়সে বিয়ে হওয়ার ফলে কন্যা শিশুর স্বাস্থ্যহানী ঘটে
- স্বামী বা পরিবার চাহিদা মিটাতে পারে না বলে সংসারে অশান্তি হয়
- পুষ্টিহীনতায় ভোগে
- মেয়েদের পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায়
- নারীরা নেতৃত্বে বাধাগ্রস্থ হয়।

যৌতুক কী?

বিবাহের সময় বা তার পরে বিবাহের শর্ত অনুযায়ী বা বিবাহ টিকিয়ে রাখার জন্য মেয়ে পক্ষ যে টাকা-পয়সা, জিনিসপত্র বা সম্পত্তি ছেলে পক্ষকে বা ছেলে পক্ষের দাবি মিটানোর জন্য দিয়ে থাকে বা দিতে বাধ্য হয় তাকে যৌতুক বলে। বহুবিবাহ সংঘটিত হয় কারণ নির্যাতনের ফলে স্ত্রী অসুস্থ হয়ে পড়লে, স্বামী স্ত্রী'রা অসুখের অজুহাতে দ্বিতীয় বিবাহের উদ্যোগ নেয়।

যৌতুকের কুফল:

- বিভিন্ন ধরণের নির্যাতনের শিকার হতে হয়
- মৃত্যুর ঝুঁকি বেড়ে যায়
- আত্মহত্যা করে
- মেয়ের বাবাকে যৌতুক দেয়ার জন্য ঋণ করতে হয়, কখনও বাড়ি ভিটাও বিক্রি করতে হয়।

তালাক

সহায়কের প্রতি নির্দেশনা:

চার্টের ছবি দেখিয়ে অংশগ্রহণকারীদের নিকট থেকে জেনে নিন ছবিটি তাদের কাছে পরিচিত কি না?

(সূচনা প্রশ্নের নমুনা নিম্নে দেয়া হলো, তবে এর সাথে মিল রেখে আপনি সম্পূরক প্রশ্ন করে ক্রমান্বয়ে আলোচনার গভীরে যাবেন)

- ছবিতে কী দেখতে পাচ্ছেন?
- তালাক কী ?
- তালাকের ফলে আমাদের কী কী ক্ষতি হয়?
- তালাকের শাস্তি কী ?

তালাক কী?

বিবাহ চুক্তির মাধ্যমে স্থাপিত সম্পর্ক আইনসিদ্ধ উপায়ে ভেঙ্গে দেয়াকে তালাক বা বিবাহ বিচ্ছেদ বলে। মুসলিম আইনে বিবাহ বিচ্ছেদ নর-নারীর একটি বৈধ ও স্বীকৃত অধিকার। স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক যদি এমন পর্যায়ে পৌছে যে একত্রে বসবাস করা উভয়ের পক্ষেই বা যে কোনো এক পক্ষে সম্ভব হয় না, সেক্ষেত্রে তারা কিছু নির্দিষ্ট উপায়ে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারেন।

আইন অনুযায়ী তালাক না দেয়া হলে শাস্তি

- তালাকের জন্য ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে লিখিত আকারে নোটিশ পাঠাতে হবে এবং তার এক কপি স্ত্রীকে দিতে হবে। এই নিয়ম না মানলে স্বামীর এক বছর পর্যন্ত জেল বা ১০ হাজার টাকা জরিমানা অথবা উভয় প্রকারের শাস্তি হতে পারে।
- নোটিশ পাবার পর চেয়ারম্যান স্বামী-স্ত্রীর পুনর্মিলনের জন্য ৩০ দিনের মধ্যে একটি সালিশি কমিটি গঠন করবেন। এ কমিটি উভয়ের মাঝে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন। এ প্রক্রিয়ায় স্বামী ৯০ দিনের মধ্যে নোটিশ প্রত্যাহার না করলে তালাক কার্যকর হয়ে যাবে।

তালাক কখন কার্যকরী হয় না?

গর্ভবতী অবস্থায় তালাক দিলে সন্তান প্রসব না হওয়া পর্যন্ত তালাক কার্যকর হবে না।

স্ত্রী কর্তৃক আদালতে আবেদনের মাধ্যমে তালাক:

১৯৩৯ সালের মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ আইন (৮৬ তে সংশোধিত) অনুযায়ী একজন স্ত্রী নিম্নোক্ত ৯ টি কারণের যে কোনো এক বা একাধিক কারণের ভিত্তিতে আদালতে বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদন করতে পারেন:

- স্বামী ৪ বছরের অধিক সময় নিরুদ্দেশ থাকলে
- দুই বছর ধরে স্ত্রীর খোরপোষ দিতে ব্যর্থ হলে
- স্বামী ১৯৬১ সালের মুসলিম আইনের বিধান লঙ্ঘন করে অতিরিক্ত স্ত্রী গ্রহণ করলে
- স্বামী সাত বছর বা তার চেয়ে বেশী সময় কারাদন্ডে দন্ডিত হলে
- বিয়ের সময় স্বামী পুরুষত্বহীন থাকলে এবং তা মামলা দায়ের করার সময় পর্যন্ত বহাল থাকলে
- স্বামী দুই বছর ধরে পাগল থাকলে অথবা মারাত্বক যৌন ব্যাধিতে আক্রান্ত হলে।
- নাবালিকা অবস্থায় বিয়ে হয়ে থাকলে অথবা ১৮ বছর পূর্ণ হবার পর স্ত্রী বিয়ে অস্বীকার করলে (কিন্তু এক্ষেত্রে স্বামীর যৌন সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে থাকলে এরকম মামলা করা যাবে না)।

নেতৃত্ব

সহায়কের প্রতি নির্দেশনা:

চার্টের ছবি দেখিয়ে অংশগ্রহণকারীদের নিকট থেকে জেনে নিন ছবিটি তাদের কাছে পরিচিত কি না?

(সূচনা প্রশ্নের নমুনা নিম্নে দেয়া হলো, তবে এর সাথে মিল রেখে আপনি সম্পূরক প্রশ্ন করে ক্রমান্বয়ে আলোচনার গভীরে যাবেন)

- ছবিতে কী দেখতে পাচ্ছেন?
- কে নেতৃত্ব দিচ্ছে?
- নারীরা পিছনে বসে আছে?
- নারী নেতৃত্বের পারিবারিক সামাজিক বাধা কী কী?

নেতা ও নেতৃত্ব

নেতা : নেতা হলেন এমন একজন দলীয় সদস্য যিনি দলের অন্যান্য সদস্যদের উপর ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে থাকেন এবং যার কতকগুলো বিশেষ গুনাগুণ রয়েছে এবং যিনি নিজে দায়িত্ব ও ঝুঁকি নিয়ে দিক নির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে কোন অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকেন।

নেতৃত্ব : নেতৃত্ব হলো একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি নির্দেশনা, পরামর্শ ও কৌশলের দ্বারা লক্ষ্য অর্জনের লক্ষ্যে দলকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে থাকে।

নারী নেতৃত্বের পারিবারিক ও সামাজিক বাধা:

- অনেকে পারিবারিক দায়িত্বের চাপে নেতৃত্ব প্রদানের গুণাবলী থাকা সত্ত্বেও নেতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করতে আগ্রহী হন না।
- নিরাপত্তাহীনতা (প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন সময় বাইরে যাওয়ার ক্ষেত্রে)
- নারীদের প্রতি পুরুষদের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি
- নির্দিষ্ট আয়/আর্থিক সংস্থান না থাকা
- অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ কম
- সুযোগ, সুবিধা এবং সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ না করা
- নারীদের ঘরোয়া, সেবামূলক ও পুনঃউৎপাদনমূলক কাজে বেশি সময় দেয়া।

নারী নেতৃত্বে বাধা

সহায়কের প্রতি নির্দেশনা:

চার্টের ছবি দেখিয়ে অংশগ্রহণকারীদের নিকট থেকে জেনে নিন ছবিটি তাদের কাছে পরিচিত কি না?

(সূচনা প্রশ্নের নমুনা নিম্নে দেয়া হলো, তবে এর সাথে মিল রেখে আপনি সম্পূরক প্রশ্ন করে ক্রমান্বয়ে আলোচনার গভীরে যাবেন)

- ছবিতে কী দেখতে পাচ্ছেন?
- কে নেতৃত্ব দিচ্ছে?
- নারী নেতৃত্বের পারিবারিক সামাজিক বাঁধা উত্তরণের উপায় কী কী ?

নারী নেতৃত্বের পারিবারিক ও সামাজিক বাধা উত্তরণের উপায়:

- সম্ভাব্য ক্ষেত্রে পারিবারিক দায়িত্বের কিছুটা অন্যান্য সদস্যদের উপর অর্পণ করা এবং পরিবারের বাইরে বৃহত্তর পরিসরে তার যে কাজ করার যোগ্যতা রয়েছে তাকে সে ব্যাপারে উৎসাহী করে তোলা
- প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করা, অভিজ্ঞ লোকদের সাথে আলোচনা, বিভিন্ন সভা-সমিতিতে যোগদান এবং নিজেদেরকে যোগ্য করে গড়ে তোলা
- যোগাযোগের দক্ষতা ও উপস্থাপনা কৌশলে দক্ষতা অর্জন করা
- পরিকল্পনা করে কাজ করা, অনুশীলনের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা
- ছোট ছোট কাজ সম্পাদনের মাধ্যমে আত্মবিশ্বাসী হওয়া, সময়মত কাজ করা
- যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলা করার সাহস রাখা এবং ধৈর্য্য ও পরিশ্রমের সাথে মোকাবেলা করা
- যে কোনো কাজ করার ক্ষেত্রে নিজে উদ্যোগী হওয়া, সব দিকে চোখ কান খোলা রাখা
- নারীবান্ধব সমাজ তৈরি করা এবং সমাজপতিদের গতানুগতিক চিন্তাভাবনা এবং দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করা
- সমাজের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করা
- অর্থনৈতিক/আয়মূলক কাজে পুরুষের পাশাপাশি অংশগ্রহণ করা
- বিভিন্ন সভা-সমিতিতে অংশগ্রহণ ও প্রশিক্ষণের সুযোগ পেলে তা গ্রহণ করা এবং নিজের জ্ঞান বৃদ্ধি করা
- এলাকায় বা নিকটস্থ উপজেলায় সংশ্লিষ্ট যে সকল সহায়তা ও সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান রয়েছে তাদের সাথে যোগাযোগ করা এবং তারা কী ধরণের সহায়তা বা সেবা প্রদান করে থকে তা জানা ও তা প্রয়োজনে গ্রহণ করা।

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। ব্লু-গোল্ড বিশ্বাস করে উন্নয়নের জন্য নারীর ক্ষমতায়ন এবং জেন্ডার সমতা অপরিহার্য। এই পর্যায়ে মাসিক সভা, উঠান বৈঠক, জেন্ডার এবং নেতৃত্ব-বিকাশ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্ম এলাকার জনগোষ্ঠীর সচেতনতা বৃদ্ধির সহায়তায় ব্লু-গোল্ড দুটো ফ্লিপচার্ট প্রকাশ করেছে :-

ফ্লিপচার্ট ১ ঃ জেন্ডার
ফ্লিপচার্ট ২ ঃ কৃষি এবং নেতৃত্বে নারীর ভূমিকা

Half of the population is women in Bangladesh. BGP believe that, women empowerment and gender equity is essential for development. To address the statement BGP published two flip-charts to facilitate the monthly meetings, court yard sessions and gender & leadership development training to increase the community awareness in BGP Working area :-

Flipchart-1 : Gender
Flipchart-2 : Role of Women in Agriculture and Leadership

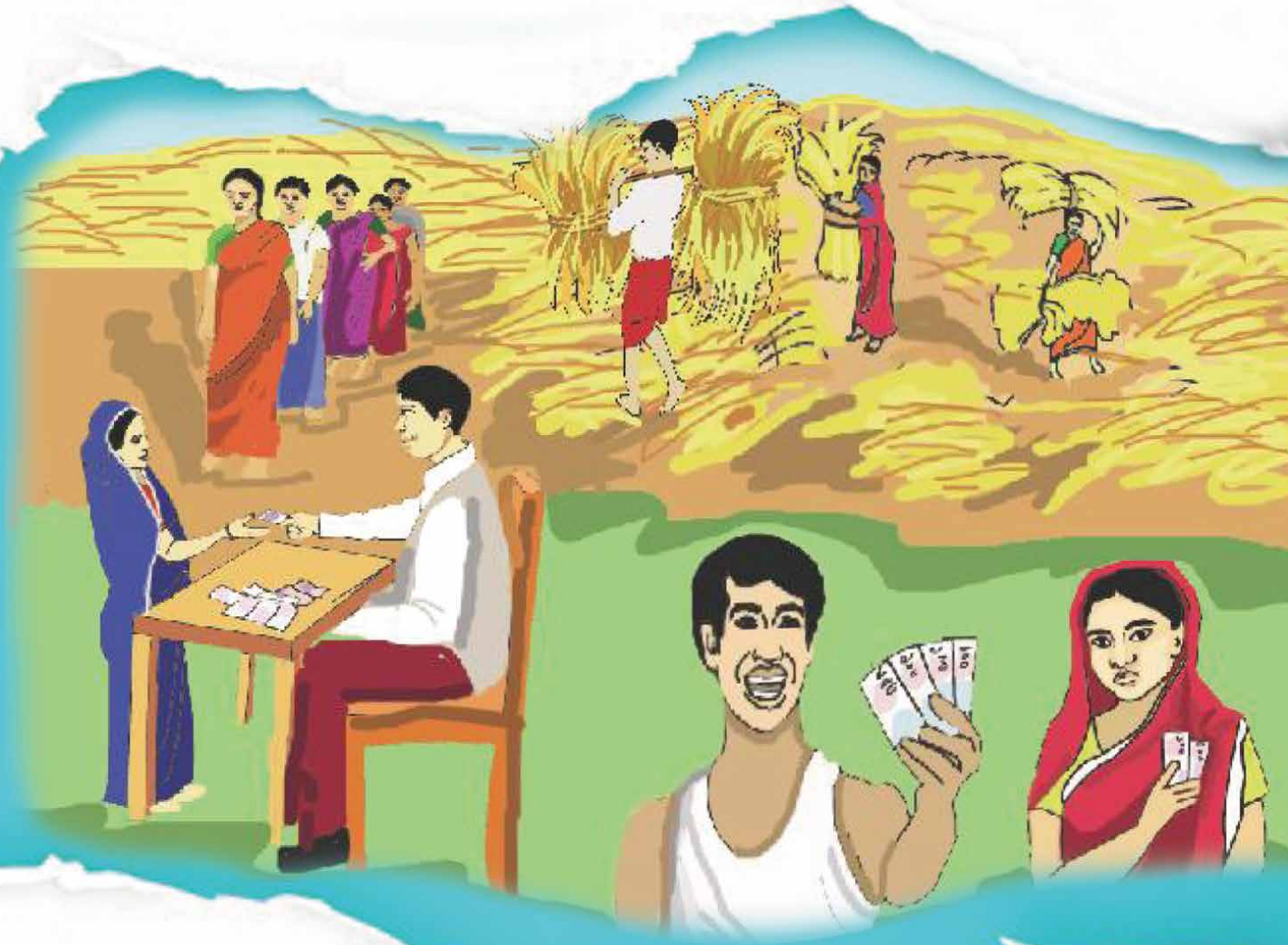

প্রকাশকাল: জুন ২০১৮